পশ্চিমবঙ্গ **শান্তি ও সংহতি বার্তা** AIPSO

(সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বুলেটিন ● বিশেষ সংখ্যা ২০২৩)

এ সংখ্যায় যা আছে

- আমাদের কথা ১
- সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৪র্থ সম্মেলন সফল হোক ১
- প্যালেস্তাইনের সংহতিতে পথ হাটলো কলকাতা ২
- ১৩ আগষ্ট কলকাতার বেলেঘাটায় গান্ধীজির পদার্পণের ৭৬ বছর উপলক্ষে সম্প্রীতি রক্ষায় পদযাত্রা ও নাগরিক সভা ২
- এ আই পি এস ও-র উদ্যোগে ১লা সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালন ৩
- চে-কন্যা ডা. অ্যালেইদা'র কলকাতা সফরের ডায়েরি ৪
- চে গুয়েভারার ৯৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন ৬
- পশ্চিম এশিয়ায় রক্তপাত বন্ধ ও শান্তির দাবিতে পথে নামলেন কলকাতার মানুষ ৬
- কলকাতায় সম্বর্ধিত পল্লব সেনগুপ্ত ৭
- ভিয়েতনামে সম্মানিত রবীন দেব ৭
- সম্মেলন—সংগঠন সংবাদ ৮
- গত ৪-৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত সাফল্যমণ্ডিত এ.আই.পি.এস.ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন ১০
- কলকাতায় মিছিল ও ধিক্কার সভা সামরিক জোট 'ন্যাটো' তুলে দাও এখনই ১১
- রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস পালিত ১১
- ২৬ জুলাই মনকাডা দিবস উদ্‌যাপন ১২
- ২৪ আগস্ট ২০২৩ প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা ইয়াসের আরাফতের ৯৫তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন ১৩
- ৭৫ তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন উদ্‌যাপন ১৩
- আলেন্দে হত্যার ৫০ তম স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন ১৪
- ২৯ নভেম্বর ২০২৩ কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্যালেস্তাইন সংহতিতে রাজাবাজারে জনসভা ১৫
- রামমোহন লাইব্রেরী হলে প্যালেস্তাইন সংহতি সভা ১৬
- চাচা হো চি মিনের ১৩৪ তম জন্মদিবস উপলক্ষে নাগরিক সভা ১৬
- ইউক্রেনে সংঘর্ষ বন্ধ করে শান্তির দাবিতে মিছিল ১৬

আমাদের কথা

আবার প্রকাশিত হলো 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'। এ আই পি এস ও-র রাজ্য কমিটির বুলেটিনের অনিয়মিত প্রকাশের জন্য প্রথমেই সংগঠনের সদস্য এবং বুলেটিনের পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বিভিন্ন জেলায় সংগঠন প্রসারিত হচ্ছে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের খুঁটিনাটি জানার চাহিদা বাড়ছে। তাই নিয়মিত প্রকাশনার প্রয়োজনও হয়ে পড়েছে বেশি করে। সেই চাহিদার যোগান দিতে এই বুলেটিন কিছুটা ভূমিকা পালন করতে পারে।

তবে একাজ আরও ভালোভাবে সম্ভব হতে পারে যদি আমাদের পাঠক সমাজ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ জানান এবং আমাদের ভুলত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেন। সংগঠনের সমস্ত সদস্যদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, এই বুলেটিন পড়ুন ও আপনার পরিচিতদের পড়ান। বিনা দ্বিধায় মতামত দিন। প্রতিটি মতামত আমাদের কাছে মূল্যবান।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৪র্থ সম্মেলন সফল হোক

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে কলুষতামুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা। স্বৈরাচারী ও নিপীড়নকারীদের অত্যাচার যাতে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় সেজন্য বিশ্বজুড়ে শান্তি আন্দোলন অব্যাহত আছে। আমাদের এখানেও ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলেছে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। আমাদের রাজ্যে জেলায় জেলায় সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ অব্যাহত। বিভিন্ন গণসংগঠনগুলিও একাজে যুক্ত রয়েছে এ আই পি এস ও-র সাথে।

আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ৪র্থ সম্মেলন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ উপস্থিত হবেন এই সম্মেলনে। সম্মেলনে অংশ নেবেন শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী-ক্রীড়াজগত সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আসুন, সকলে সম্মিলিতভাবে এই সম্মেলনকে সফল করে তুলি। আগামীদিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলি। সর্বত্র আওয়াজ উঠুক :

রক্ষা করো সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশ্বশান্তি
প্রসারিত করো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ সংহতি।

Date of Publication : 30.01.2024

১ নভেম্বর '২৩ অনুষ্ঠিত ❑ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ পর্যন্ত

প্যালেস্তাইনের সংহতিতে পথ হাঁটলো কলকাতা

প্যালেস্তাইনের সমর্থনে পথে হাঁটলেন কলকাতা সহ রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ। বুধবার শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল থেকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ অবধি মিছিলের ডাক দেয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। শান্তি আন্দোলনের কর্মীদের পাশাপাশি মিছিলে ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, শ্রমিক সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ পা মেলান মিছিলে।

এদিনের মিছিল ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ সাড়া ফেলেছিল পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে।

মিছিল রাজাবাজারে পৌছলে, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের গেটের সামনে সংক্ষিপ্ত সভা শুরু হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা উদ্যোগ নেন সভা যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায়।

সভায় বক্তারা বলেছেন, স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য খোলাখুলি ইজরায়েলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সমর্থন জানায়নি ভারত। এর নেপথ্যে একদিকে ইসলাম বিদ্বেষ থাকলেও অপরদিকে রয়েছে আদানি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা। কারণ ইজরায়েলের হাইফা বন্দরে বিপুল অর্থ লগ্নি করেছে আদানি গোষ্ঠী। একইসঙ্গে ইজরায়েলের পেগাসাস প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিরোধীদের ফোন এবং কম্পিউটারে আড়ি পেতেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। একই কায়দায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কিংবা প্যালেস্তাইনের সমর্থনে একটিও শব্দ খরচ করেনি রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

বক্তারা বলেন, তৃণমূল সরকারও ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে আগ্রহী। তাই কলকাতার ইজরায়েলি কনসুলেটে 'অনারারি কনসাল জেনারেল' হয়েছেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক শিল্পপতি। অপরদিকে প্যালেস্তাইনের সংহতিতে হওয়া ছাত্র যুবদের মিছিল গায়ের জোরে আটকে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশ পাকিস্তান ম্যাচেও দর্শকদের প্যালেস্তাইনের পতাকা নিয়ে প্রবেশে বাধা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আমেরিকার মদতে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে নরমেধ যজ্ঞ চালাচ্ছে ইজরায়েল। সেখানে সমস্ত আন্তর্জাতিক এবং মানবিক আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ভারত সরকার এই অবস্থাতেও ইজরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আমেরিকার সহযোগী দেশগুলিও একই ভূমিকা নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই গোটা পশ্চিমী বিশ্বে পথে নেমেছেন মানুষ। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন সহ একের পর এক শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল হচ্ছে। বক্তারা বলেন, বিজেপি সরকারকে বাধ্য করতে হবে নিজেদের নীতি বদলাতে। তারজন্য ব্যাপক অংশের মানুষকে সংগঠিত করে জনমত গঠন করতে হবে।

এদিনের মিছিলে পা মেলান রবীন দেব, অমিয় পাত্র, জিয়াউল আলম, সুজন চক্রবর্তী, পলাশ দাস, বাসুদেব বসু, কনীনিকা ঘোষ, মালিনী ভট্টাচার্য, দিপালী ভট্টাচার্য, অঞ্জন বেরা, তুষার ঘোষ, বিপ্লব মজুমদার, রজত ব্যানার্জি, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি, সৈকত গিরি, সদানন্দ ভট্টাচার্য, সৃজন ভট্টাচার্য, কেশব ভট্টাচার্য, তরুণ পাত্র, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, প্রদীপ মহাপাত্র, শ্যামল চক্রবর্তী, ধ্রুবশেখর মন্ডল, সুখরঞ্জন দে, গৌতম সেনগুপ্ত প্রমুখ। সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন অঞ্জন বেরা, চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ চক্রবর্তী, বাসুদেব বসু, শ্রীকুমার মুখার্জি, ঝুমা দাস, সর্বাণী ভট্টাচার্য, রজত বন্দোপাধ্যায়, ঈশিতা মুখার্জি এবং ইরশাদ গৌহুর। ধন্যবাদ জানান বিনায়ক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শান্তি আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব।

১৩ আগষ্ট কলকাতার বেলেঘাটায় গান্ধীজির পদার্পণের ৭৬ বছর উপলক্ষে সম্প্রীতি রক্ষায় পদযাত্রা ও নাগরিকসভা

হিন্দুত্ববাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি গান্ধীজিকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তাঁর আপসহীন অবস্থানের জন্য। গান্ধীজি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক চেতনার জন্য লড়াই করে গেছেন, আজ তাকে রক্ষা করাই দেশের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ। রবিবার বেলেঘাটায় গান্ধীজির পদার্পণের ৭৬ বছর উপলক্ষে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতায় সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর অসামান্য ভুমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এবারেও পদযাত্রা ও নাগরিক সভার আয়োজন করেছে। এই নাগরিক সভাতেই বিশিষ্ট বক্তারা এই আহ্বান জানান।

১৯৪৭ সালের ১৩ আগষ্ট বেলেঘাটার আলোছায়া এলাকায় হায়দারি মঞ্জিল নামে একটি বাড়িতে বসে অনশন শুরু করেছিলেন গান্ধীজি। দাঙ্গার আগুনে জর্জরিত কলকাতার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরাতে স্বাধীনতার প্রাক্-মুহূর্তে গান্ধীজির সেই ভূমিকার ফলে কলকাতা সহ দুই বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিভে গিয়েছিল সংঘাতের আগুন। তিনি সেই বছর ১৩ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই বাড়িটিই এখনকার গান্ধীভবন।

ইতিহাসের সেই স্মৃতিকে সামনে রেখেই রবিবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এআইপিএসও নেতৃত্ব এবং রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংস্থার পক্ষে ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, গান্ধীজির এই প্রয়াসকে স্মরণ করতে ২০২২সালেও সুকান্ত মঞ্চ থেকে গান্ধীভবন অবধি পদযাত্রা করেছে এআইপিএসও। সংগঠনের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক সম্পাদক অঞ্জন বেরা জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে ফের একবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে রাজনৈতিকভাবে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে গান্ধীজির ভূমিকাকে স্মরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন সকালে বেলেঘাটাতেই সুকান্ত মঞ্চের সামনে জমায়েত হয়েছিল ছাত্রছাত্রী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষেরা। তারা বর্ণাঢ্য সাজে ট্যাবলো নিয়ে সংবিধান রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার শপথকে সামনে রেখে পদযাত্রায় অংশ নেয়। গান্ধীজি এবং ভারতমাতার সাজে সজ্জিত একটি ঘোড়-শকটও ছিল। এই পদযাত্রায় অংশ নেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। ছিলেন বামপন্থী দলগুলির পক্ষে মনোজ ভট্টাচার্য, রবীন দেব, প্রবীর দেব, জীবন সাহা, শিবনাথ সিনহা, সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রলয় চৌধুরী, গোর্কী সদনের পক্ষে গৌতম ঘোষ, এআই পিএসও-র পক্ষে অঞ্জন বেরা ও বিনায়ক ভট্টাচার্য, শিক্ষক নেতা সমর চক্রবর্তী, ধ্রুবশেখর মন্ডল, অশোক গুহ, মৃণাল রায়চৌধুরী সহ আরো অনেকেই। ছিলেন লেখক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, খেলোয়াড় সহ সমাজের নানান স্তরের বিবেকবান মানুষ। ছিলেন এলাকার মহিলারা।

পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিমান বসু। পদযাত্রায় শুরুর আগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। কিশোর বাহিনীর সুকান্ত শাখা এবং মানবজমিন ব্যান্ডের সদস্যরা গান এবং নাচ পরিবেশন করেন। সংক্ষিপ্ত সভা হয়। সভা পরিচালনা করেন এআই পিএসও'র সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব। বক্তব্য রাখেন অঞ্জন বেরা প্রমুখ। পরে গান্ধী ভবনের সামনে সভায় বক্তব্য রাখেন রবীন দেব, গৌতম ঘোষ, জীবন সাহা, প্রলয় চৌধুরি, সোমনাথ ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী প্রমুখ।

তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে গান্ধীজির প্রত্যাশা প্রসঙ্গ। তিনি চেয়েছিলেন সম্প্রীতির ভারত। চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রী এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। লক্ষণীয়, স্বাধীনতার আগে ইংরাজ সরকার চাইলেও সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্র তেমনভাবে সফল না হলেও চক্রান্ত থেমে ছিল না। তাই স্বাধীনতার কয়েকমাস পর ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লিতে হত্যা করা হয় গান্ধীজীকে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও গান্ধীজীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার রাজনীতি ছড়িয়ে চলেছে আরএসএস। এরা গান্ধী হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত নাথুরাম গডসের আদর্শকে মহান বলে প্রচার করছে। দেশটাকে এরাই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলে দিতে চাইছে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সব কর্পোরেটদের হাতে। তাই দেশ আজ গুরুতর বিপদের সামনে। এই দেশকে রক্ষা করতে হবে।

এদিন এখানেও কিশোর বাহিনীর পক্ষে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা। সুকান্ত মঞ্চ ও গান্ধী ভবনের সামনে নৃত্যায়ন, কবিতার ব্যান্ডের রুচিশীল অনুষ্ঠান সকলকেই উৎসাহিত করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কুণাল বাগচী এবং অশোক গুহ।

এআইপিএসও-র উদ্যোগে ১লা সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালন

১লা সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় এন্টালি মার্কেটের পাশে পথসভার আয়োজন করে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। বক্তব্য রাখেন

১লা সেপ্টেম্বর শান্তি মিছিলের সভায় বক্তব্যরত অধ্যাপক সুস্নাত দাস

অধ্যাপক সুস্নাত দাশ, ভাণুদেব দত্ত, অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন প্রবীর দেব। শুরুতে সভা সঞ্চালনা করেন কুনাল বাগচি ও অশোক গুহ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রবীন দেব, সমর চক্রবর্তী, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, রাজীব ব্যানার্জী প্রমুখ। অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে উপস্থিত দর্শকদের অবহিত করেন। সভায় আবৃত্তি পরিবেশন করেন নলিনাক্ষ চৌধুরী, তপন গাঙ্গুলি ও সৈকত কুন্ডু। সায়নী চক্রবর্তী মুখার্জী, ডালিয়া রায় চৌধুরী ও শ্রীকান্ত মুখার্জির সঙ্গীত পরিবেশনা ছিল আকর্ষণীয়।

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা, প্যালেস্তাইনে মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের লাগাতার হামলার বিরোধিতা সহ বিশ্ব ও আমাদের দেশে শান্তির পরিবেশ অটুট রাখার অঙ্গিকার নিয়ে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শুক্রবার বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালিত হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনের সংলগ্ন স্থানে ও আরামবাগ এবিটিএ ভবনে।

চে কন্যা ডা. অ্যালেইদা'র কলকাতা সফরের ডায়েরি

২০ জানুয়ারি, ২০২৩ (শুক্রবার)

কিউবা বিপ্লবের অবিস্মরণীয় নেতা কমান্দান্তে চে গুয়েভারার কন্যা বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা গত ২০ জানুয়ারি কলকাতা সফরে আসেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা অর্থনীতির অধ্যাপক এস্তেফানিয়া মাচিন। ১৯৯৭ সালে চে কন্যা কলকাতায় এসেছিলেন।

ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা ও তাঁর কন্যা ভারতে পৌছান গত ৪ জানুয়ারি। প্রথমে কেরালায় আসেন। কেরালা ছাড়াও তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, দিল্লি এবং পশ্চিমবঙ্গ সফর করেন। ২৭ জানুয়ারি তাঁরা দিল্লি থেকে কিউবার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

দেশের নানা প্রান্তে 'সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা' (এ আই পি এস ও) এবং 'ন্যাশনাল কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ কিউবা' (এন সি এস সি)-র উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে তাঁরা অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, বিভিন্ন গণসংগঠন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে এই কর্মসূচীগুলি সফল করতে। এই কর্মসূচীগুলিতে অংশ নিয়েছেন শিল্পী সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ চিকিৎসক ক্রীড়াবিদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা।

তাঁদের এই সফর ঘিরে কলকাতায় নানা কর্মসূচী পালিত হয়। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, ন্যাশনাল কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ কিউবা সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ছাত্র-যুব মহিলা সংগঠন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা মিলিতভাবে এই কর্মসূচীগুলির আয়োজন করে। কলকাতায় উদ্যোক্তাদের তরফে ১৩ জানুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ডাঃ অ্যালাইদা গুয়েভারা এবং তাঁর কন্যা বাঙ্গালোর থেকে কলকাতা আসেন ২০ জানুয়ারি ২০২৩ (শুক্রবার) সকালে। দমদম বিমানবন্দরে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ বিমান অবতরণ করে। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন শমীক লাহিড়ী, পলাশ দাশ, সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা এবং বিনায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ। বিমানবন্দরের গেটে উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন ব্যানার পোস্টার-সহ ভারত ও কিউবার পতাকা নিয়ে ছাত্র ও যুবরা সমবেত হন। বিমানবন্দর থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হোটেলে।

হোটেলে ঘন্টা দুয়েক বিশ্রাম ও দুপুরের খাওয়া সেরেই তাঁরা রওনা দেন বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে। অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিকস ইউনিটের প্রধান অধ্যাপক শুভময়

সম্বর্ধিত চে-কন্যা ডাঃ অ্যালেইদা গুয়েভারা ও কন্যা অধ্যাপিকা এস্তেফানিয়া মাচিন

মৈত্রের আমন্ত্রণেই ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা সকন্যা আই এস আইয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, পলাশ দাশ, তন্ময় ভট্টাচার্য, পারভেজ রহমান প্রমুখ। সেখানে অতিথিদের ঘুরিয়ে দেখানো হয় ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী, চে গুয়েভারার স্মৃতিবিজড়িত ওয়ার্কশপ, এমনকি ডাইনোসরের সংরক্ষিত কঙ্কালটিও। চে গুয়েভারার স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী ডা. অ্যালেইদা এবং তাঁর কন্যাকে দেখানো হয়। সেগুলি এই মুহূর্তে লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। চে'র সফরের বেশকিছু ফটোগ্রাফও তাঁদের দেখানো হয়। অধ্যাপক শুভময় মৈত্র নিজে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। চে কন্যাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আই এস আই-র প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক বিমল রায়, অধ্যাপক শুভময় মৈত্র প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৯ সালের ১০ জুলাই চে গুয়েভারা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা কলকাতায় আই এস আই-র প্রতিষ্ঠানটি সফর করেন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সঙ্গে বৈঠক করেন। আই এস আইয়ের সংগ্রহে চে-র সফর সংক্রান্ত কিছু নথি রয়েছে। সেখানে সংরক্ষিত চে-র ছবিগুলি অ্যালেইদার জন্মেরও আগেকার। সেই সব ছবি দেখে আবেগাপ্লুত অ্যালেইদা তাঁর চোখের জল সম্বরণ করতে পারেননি। আই এস আই-র ওয়ার্কশপে তোলা চে-র একটি ফটো বাঁধিয়ে উপহার দেওয়া হয় তাঁর কন্যাকে।

আই এস আই থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বনহুগলির মোড়ে এ আই পি এস ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডা. অ্যালেইদা এবং তাঁর কন্যাকে সম্বর্ধনা জানাতে সংক্ষিপ্ত সভা হয়। তাঁদের হাতে স্মারক তুলে দেন তন্ময় ভট্টাচার্য, পারভেজ রহমান, দেবজ্যোতি দাস, অভিনেতা বিমল চক্রবর্তী প্রমুখ। শমীক লাহিড়ী, পলাশ দাশ, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, কঙ্কন ভট্টাচার্য, সত্যসেবী কর, আকাশ কর, দীপ্তজিৎ দাস, সোমা দাস, সফিকুল সর্দার, সপ্তর্ষি দেব, আত্রেয়ী গুহ, প্রভাত চৌধুরী, ঝন্টু মজুমদার, রুণু ব্যানার্জী, যশোধরা বাগচী প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চে-কন্যা

আইএসআই থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসেন অ্যালেইদা এবং তাঁর কন্যা। যাদবপুরের ওপেন এয়ার থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে তাঁদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। এআইপিএসও'র পক্ষে সম্বর্ধনা দেন সভাপতি অধ্যাপক অশোক নাথ বসু, পরিমল দেবনাথ, বিনায়ক ভট্টাচার্য ও অঞ্জন বেরা। আফসুর শ্রেয়সী ব্যানার্জি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (জুটা) 'র সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় ও সম্পাদক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস প্রমুখ তাঁদের সংবর্ধিত করেন। এসএফআই'র পক্ষ থেকে ময়ূখ বিশ্বাস ও প্রতীক উর রহমান 'এডুকেশন ও এক্সক্লিউশান' বইটি তুলে দেন অ্যালেইদার হাতে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন অর্ক মুখার্জি, সাত্যকি ব্যানার্জি (বর্ণ অনন্য), দুর্নিবার সাহা, পটা, লোপামুদ্রা মিত্র, ভাস্কর রায়, আকাশ চক্রবর্তী, তৈষী, দেবদীপ মুখার্জি, পূরবী মুখার্জি, কল্যাণ সেন বরাট, সুমন মুখোপাধ্যায়, তিতুমীর কালেক্টিভ, গৌতম ঘোষাল সহ শিল্পীবৃন্দ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য অশোকনাথ বসু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সঞ্জয় গোপাল সরকারও উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং রঙ্গন চক্রবর্তী।

২১ জানুয়ারি (শনিবার)

২১ জানুয়ারি (শনিবার) প্রথম কর্মসূচী ছিল উত্তরপাড়ার গণভবন অডিটোরিয়ামে সকাল দশটায়। সেখানেই তাঁরা মধ্যাহ্নভোজ সারেন। অডিটোরিয়াম মঞ্চে ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা, এ আই পি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক এবং বিশ্ব শান্তি পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এ আই পি এস ও-র পক্ষ থেকে ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা ও তাঁর কন্যাকে সম্বর্ধিত করেন।

ঐ দিন সকাল থেকেই আরেক দফা গণসম্বর্ধনার ঢেউয়ে ভাসেন অ্যালেইদা এবং এস্তেফানিয়া। উত্তরপাড়া গণভবনে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বালিখাল থেকে জিটি রোড ধরে বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মধ্য দিয়ে চে-কন্যা অ্যালেইদা গুয়েভারাকে উত্তরপাড়া গণভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। ধামসা-মাদলের তালের ঝঙ্কারের সঙ্গে মহিলা, ছাত্র-যুব, শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর ও গণনাট্য শিল্পী সহ বিভিন্ন গণ সংগঠনের কর্মী এবং সাধারণ মানুষের ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অ্যালেইদা গুয়েভারা গণভবনে প্রবেশ করেন।

উত্তরপাড়া গণভবনে অ্যালেইদা গুয়েভারাকে সংবর্ধনা দেন বিশ্ব শান্তি সংসদের সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত, এআইপিএসও'-র রাজ্য সম্পাদক অঞ্জন বেরা, রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা শমীক লাহিড়ী, দেবব্রত ঘোষ, কনীনিকা ঘোষ, জাহানারা বেগম, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কলেজস্ট্রীটে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডা. অ্যালেইদা ও তার কন্যা

উত্তরপাড়া থেকে কলেজ স্ট্রিটে আসেন ডা. অ্যালেইদা। কলেজ স্ট্রিটে চে-কন্যা অ্যালেইদা গুয়েভারাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা-সহ এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, সি আই টি ইউ, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ লেখক শিল্পী সঙ্ঘ, জনবাদী লেখক সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সঙ্ঘ, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন, অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে। তাঁকে সংবর্ধনা জানায় এবিটিএ, এবিপিটিএ, বিমা কর্মচারী ইউনিয়ন, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মচারী ইউনিয়ন, ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েসন, পিএসইউ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র সংসদ ও এসএফআই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও।

কলেজ স্ট্রিটে সংবর্ধনা চলাকালীন শিল্পীদের তুলির টানে চে গুয়েভারা ও কিউবার বিপ্লবের কথা তুলে ধরেন দীপালি ভট্টাচার্য, মনীষ দেব, কমল আইচ, সুব্রত বসু, দীপাঞ্জন বসু, রত্না বসু, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অনিরুদ্ধ মুখার্জি।

কলেজ স্ট্রিটের অনুষ্ঠানে গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় টিম, ক্যালকাটা ইউথ কয়্যারের (বিশিষ্ট শিল্পী কল্যাণ সেন বরাটের পরিচালনায়) পাশাপাশি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভেন্দু মাইতি, রূপঙ্কর বাগচি, সুপান্থ বসু, সপ্তক সানাই দাস, কাজি কামাল

নাসের, তপন রায়, কবীর চ্যাটার্জি, রাহুল ভট্টাচার্য, বিপুল-তনুশ্রী, ফিকল-ফ্রিল্যান্সার ব্যান্ড প্রমুখ।

কলেজ স্ট্রিটের সংবর্ধনা সভায় ছাত্র-যুব-মহিলা ছাড়াও এআই পিএসও'র তরফে উপস্থিত ছিলেন পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন দেব, প্রবীর দেব, শমীক লাহিড়ী, পলাশ দাশ, অঞ্জন বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জি, তমোনাশ ভট্টাচার্য, কুণাল বাগচি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রজত বন্দোপাধ্যায়, এসএফআই'র সাধারণ সম্পাদক ময়ূখ বিশ্বাস, রাজ্য সভাপতি প্রতীক-উর রহমান, রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ বোস সহ বিভিন্ন গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কলেজ স্ট্রিটের

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তপারতি গঙ্গোপাধ্যায়।

কলেজ স্ট্রিট থেকে ডা. অ্যালেইদা পৌঁছে যান হেদুয়ার আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায়। সেখানেও তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই (এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, সিপিআই (এম) নেতা শমীক লাহিড়ী, কল্লোল মজুমদার, সুখেন্দু পানিগ্রাহী, এ আই পি এস ও-র অঞ্জন বেরা প্রমুখ।

সেখান থেকে ডা. অ্যালেইদা যান শিয়ালদায় নীলরতন সরকার হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে। রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের তিনি কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

২২ জানুয়ারি (রবিবার)

২২ জানুয়ারী রবিবার ভোরবেলা কলকাতা থেকে ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা ও তাঁর কন্যা বিমানযোগে বাঙ্গালোর রওনা হন। বিমানবন্দরে তাঁদের বিদায় জানান এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (কো'অর্ডিনেটর) সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন) ও শুভেন্দু সরকার প্রমুখ।

অ্যালেইদা গুয়েভারা ও তাঁর কন্যার দু'দিনের সফরে অনুবাদকের ভূমিকায় ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট স্প্যানিশ ভাষা বিশেষজ্ঞ শ্রী শুভেন্দু সরকার। শুধু প্রকাশ্য অনুষ্ঠান নয়, অতিথিদের কলকাতায় আসা থেকে ফেরার বিমান ধরা পর্যন্ত তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত কাজ শ্রী সরকার মুলতুবি রেখেছিলেন। এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়।

চে গুয়েভারার ৯৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ জুন কিংবদন্তি বিপ্লবী চে গুয়েভারার ৯৬ তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয় এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দপ্তরে। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সমর চক্রবর্তী, কুণাল বাগচী, আব্দুল রউফ, মহম্মদ নওশাদ, সুভাষ মুখার্জী প্রমুখ। রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা বলেন বিপ্লবী চে গুয়েভারার আদর্শ আজ দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস। বিশ্বায়ন পর্বে তরুণ প্রজন্মের কাছে আজ চে গুয়েভারার আদর্শ নতুন করে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ায় রক্তপাত বন্ধ ও শান্তির দাবিতে পথে নামলেন কলকাতার মানুষ

১২ অক্টোবর সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এআইপিএসও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ধর্মতলার লেনিন মূর্তির সামনে থেকে এন্টালি মার্কেট পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল শেষে এন্টালি মার্কেটের সামনে সংক্ষিপ্ত সভায় শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষে বহু মানুষের মৃত্যুতে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাঁরাও উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে এই সংঘর্ষ বন্ধ করে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশিত দুই-রাষ্ট্র নীতি কার্যকর করা হোক।

শান্তির দাবিতে এই মিছিল থেকে আগ্রাসী ইজরায়েলকে মদত দেওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করা হয় এবং যুদ্ধ বন্ধে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরিতে ভারত সরকারেরও নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এআইপিএসও নেতৃবৃন্দ বলেছেন, যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত ইজরায়েলের বর্ণবিদ্বেষী জায়নবাদী রাজনীতির জন্য। ভারত সরকারের উচিত নয় ইজরায়েলের সমর্থনে দাঁড়ানো। ভারতের স্বাধীন বৈদেশিক নীতির পরম্পরার সঙ্গেও তা সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

এন্টালি মার্কেটের সামনে সভায় বক্তব্য রাখেন এআইপিএসও-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও কো-অর্ডিনেটর অঞ্জন বেরা। তিনি বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৪৭ সালের প্রস্তাবে দুই-রাষ্ট্র নীতির কথা বলা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্যালেস্তাইনের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইন নামে দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। সেই রাষ্ট্র দুটির সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। কিন্তু ইজরায়েল সেই ফর্মুলা মেনে নেওয়া দূরে থাক, প্যালেস্তাইনের জন্য বরাদ্দ এলাকার ৮০ শতাংশ দখল করেছে। একইসঙ্গে বর্ণবিদ্বেষী জায়নবাদী আদর্শকে মান্যতা দিয়ে তারা বলছে, ইজরায়েল কেবলমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র হবে। এই বোঝাপড়া প্যালেস্তাইনের বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থার বিরোধী।

অঞ্জন বেরা আরও বলেছেন, ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাজনীতির সঙ্গে জায়নবাদী বিদ্বেষের মিল খুঁজে পাচ্ছে। তাই জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের রাজনীতির স্বার্থে ইজরায়েলপন্থী পররাষ্ট্র নীতি নিচ্ছে। গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। আর ভারত সরকার তাকে সমর্থন করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। জনমত গঠন করে সরকারকে পিছু হটাতে হবে।

সভায় এআইপিএসওর সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব বলেন, গাজায় ইজরায়েল নজিরবিহীন অবরোধ চালাচ্ছে। ৩ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বলে খবর আসছে। ৮ হাজার ভারতীয় সেখানকার সংঘর্ষে আটকে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের ভারতে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

রবীন দেব আরও বলেন, ইজরায়েলের থেকে বিপুল পরিমানে অস্ত্র কিনছে ভারত। আর অস্ত্র ব্যবসার লাভের টাকায় প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এদেশে নিউজক্লিককে ঘিরে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়েছে। একই কায়দায় হামাসকে নিয়ে মিথ্যা প্রচার করেছে ইজরায়েল।

এদিন সভায় প্যালেস্তাইনের কবি রাফিফ জিয়াদা রচিত আরবি কবিতার বাংলা তর্জমা পাঠ করেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। সভা পরিচালনা করেন শিক্ষাবিদ অশোকনাথ বসু। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রবীর দেব ও প্রবীর ব্যানার্জি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিনায়ক ভট্টাচার্য, কুণাল বাগচী, কল্যাণ ব্যানার্জি, অশোক গুহ, গণ আন্দোলনের নেতা পলাশ দাস ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কলকাতায় সম্বর্ধিত পল্লব সেনগুপ্ত

গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী শান্তি ও সংহতি আন্দোলন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর ২০২২ কলকাতায় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে এ আই পি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। প্রসঙ্গত গত ২১-২৬ নভেম্বর ভিয়েতনামের হ্যানয়ে আয়োজিত দ্বাবিংশতিতম ওয়ার্ল্ড পিস অ্যাসেম্বলি থেকে পল্লব সেনগুপ্ত বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর আগে রমেশ চন্দ্র বিশ্ব শান্তি পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। ভিড়ে ঠাসা হলে আয়োজিত সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পল্লব সেনগুপ্ত বলেন, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-যুব সমাজের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অভিজ্ঞতাই আজকের দায়িত্ব পালনের ভিত রচনা করেছে। সেনগুপ্ত বলেন, ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের সভাপতি পদে তাঁর এই দায়িত্বপ্রাপ্তি আসলে বিশ্ব শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে এ আই পি এস ও-র গুরুত্বপূর্ণ অবদানেরই স্বীকৃতি। এ আই পি এস ও-র নেতৃত্বে আরও ঐক্যবদ্ধ ও আরও শক্তিশালী শান্তি সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বিশ্ব শান্তি পরিষদের বিশ্বব্যাপী কার্যকলাপের উল্লেখ করেন।

আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ আই পি এস ও-র রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব। তিনি তাঁর ভাষণে শান্তি সংহতি আন্দোলনে পল্লব সেনগুপ্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিশেষ এক কঠিন সময়ে আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন এবং সর্বোপরি শান্তি সংহতি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করতেই হয়।

পল্লব সেনগুপ্ত সংবর্দ্ধিত

রবীন দেব আরও বলেন, একসঙ্গে তাঁরা ভিয়েতনামে গিয়েছিলেন ২০০৭ সালে কলকাতায় ভারত ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসবে মাদাম বিনকে আমন্ত্রণ জানাতে। সেই অভিজ্ঞতার কথাও রবীন দেব এই সভায় উল্লেখ করেন। এই সভায় বক্তব্য রাখেন মনোজ ভট্টাচার্য, এ আই টি ইউ সি নেতা উজ্জ্বল চৌধুরী, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ সিনহা। এ আই পি এস ও-র তরফে পল্লব সেনগুপ্তের হাতে স্মারক তুলে দেন মনোজ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে মুখবন্ধ করেন অঞ্জন বেরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিনায়ক ভট্টাচার্য। একাধিক সংগঠনের তরফে পল্লব সেনগুপ্তকে স্মারক প্রদান করা হয়। সভার শুরুতে জনবাদী লেখক সংঘের তরুণ শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

ভিয়েতনামে সম্মানিত রবীন দেব

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম উপদেষ্টামণ্ডলী কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সভাপতিমন্ডলীর সদস্য শ্রী রবীন দেব গত ১২-১৭ জানুয়ারি (২০২৩) ভিয়েতনামের হ্যানয়ে 'প্যারিস শান্তি চুক্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন' উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ফ্রান্স সহ পনেরোটি দেশের বাইশজন আমন্ত্রিত প্রতিনিধি এবারের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। শ্রী দেব ভিয়েতনাম যান সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে। ২০১৩ সালে প্যারিস চুক্তির চল্লিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তিনি আমন্ত্রিত প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেন। ভিয়েতনাম ইউনিয়ন অফ ফ্রেন্ডশিপ অর্গানাইজেশন (ভুফো) তাঁকে এই সফরে আমন্ত্রণ জানায়। সম্মেলনের মূল অধিবেশনে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ভিয়েতনামের লড়াইয়ের সমর্থনে দেশে দেশে যাঁরা সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের অভিনন্দন জানান।

১৩ জানুয়ারি হ্যানয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভিয়েতনাম সংহতি আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সংগঠকদের সম্মান জানানো হয়।

Vietnam times

FOCUS NATIONAL FRIENDSHIP VIET'S HOME ECONOMY SEAS AND ISLANDS OVERSEAS VIETNAMESE WORLD TRAVEL HANDBOOK

Friendship

Historical Witness: Paris Peace Accords Conve Message of Peace

Fifty years ago, international friends contributed their voices to support the just struggle of Vietnam. Visiti after half a century, friends, historical witnesses of the negotiation and signing of the Paris Peace Accord: positive changes on the S-shaped strip of land.

Rabin Deb, representative of All India Peace and Solidarity Organization:

Paris Peace Accords - symbol of peace lovers

Since the 60s of the last century, the movement of the people of India and Vietnam to support each other has been established. Many solidarity activities were organized to support the just struggle for independence of the Vietnamese people. I still remember the slogan "Your name, my name, our name, Vietnam! Vietnam!," "Ho, Ho, Ho Chi Minh."

We supporters of the righteous resistance of Vietnam, were delighted when the Paris Peace Accords was finally signed on January 27, 1973.

However, we are also aware that signing is one thing, implementing the agreement's contents in practice is much more difficult. Finally, Vietnam has completed the cause of national liberation and reunification. The signing of the Paris Peace Accords is a symbol of peace not only of Vietnam but also of peace-loving people in the world.

Along with the victory of the agreement, Vietnamese diplomats also left a deep impression.

ভুফোর সভাপতি তাঁদের হাতে মানপত্র এবং স্মারক তুলে দেন। ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রবীন দেবকে এই অনুষ্ঠানেই সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর হাতে ভুফোর সভাপতি মানপত্র ও স্মারক তুলে দেন।

মূল সম্মেলনে অংশ নিয়ে শ্রী দেব প্যারিস চুক্তির তাৎপর্য এবং ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের আবেগপূর্ণ সংহতির কথা এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে সেসময় কলকাতায় লেখক শিল্পীদের ভূমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। সেই পর্বে ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে তৎকালীন যুব নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা একটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদও তিনি পড়ে শোনান।

সম্মেলনে উপস্থিত বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতিও। এজন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

হ্যানয়ে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে ভিয়েতনামের প্রবীণ কিংবদন্তী নেত্রী মাদাম বিন অংশ নেন। রবীন দেব তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে ভিয়েতনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

ভিয়েতনামে একাধিক প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র শ্রী দেবের সচিত্র সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। ভিয়েতনাম টাইমসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রী দেব ভারতে সংহতি আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। মাদাম বিনের কলকাতা সফর উপলক্ষে সর্বস্তরের মানুষের বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মেলন-সংগঠন সংবাদ

সাফল্যমন্ডিত এ আই পি এস ও হুগলী জেলা সম্মেলন

এ আই পি এস ও-র হুগলি জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮মে ২০২৩ হিন্দমোটরের দীনেন স্মৃতি ভবনে। সম্মেলন থেকে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক-কোঅর্ডিনেটর), সত্যজিত দাশগুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র কর্মকার। জেলা সম্মেলনের আগে গত ২২মে ২০২৩ আরামবাগ শহরে এবিটিএ হলে আয়োজিত কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও আরামবাগ মহকুমা শাখা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন আদিত্য খান।

AIPSO হুগলী জেলা কমিটির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচী

১ সেপ্টেম্বর ২০২৩—হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ বিরোধী দিবস পালন করা হয়। শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গান, আবৃত্তি ও যুদ্ধ বিরোধী বক্তব্য রাখা হয়। বক্তা ছিলেন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণাভ গাঙ্গুলী, অনির্বাণ মুখার্জী প্রমুখ। ঐদিন আরামবাগ প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে যুদ্ধবিরোধী হল সভা করা হয়।

২৯ নভেম্বর ২০২৩—হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে আরামবাগ প্রস্তুতি কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে পথসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, আদিত্য খাঁ, কেনারাম সোম। শতাধিক মানুষ মিছিলে সামিল হয়ে ছিলেন। সভা হয় আরামবাগ নেতাজী স্কোয়ার বাসস্ট্যান্ডের সামনে।

১৩ জানুয়ারী ২০২৪—কোন্নগর কানাইপুর শহীদ নির্মল ব্যানার্জী স্মৃতি পাঠাগারে প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে ও ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ও মৌলবাদের বিপদ বিষয়ে আলোচনা সভা হয়। বক্তা ছিলেন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অরুণাভ গাঙ্গুলী। সভাপতি ছিলেন দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

সাফল্যমণ্ডিত মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম জেলা সম্মেলন ২০২৩ সালের ১৪ মে বহরমপুরে পিআরসি সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক-কোঅর্ডিনেটর), ভাস্কর গুপ্ত, জৌলুস-উর রহমান। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্মেলন শেষ হয়।

এ আই পি এস ও পশ্চিম মেদিনীপুরে গঠিত জেলা প্রস্তুতি কমিটি

গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ মেদিনীপুর শহরে কর্মচারী ভবনে আয়োজিত কনভেনশন থেকে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হলো। সিদ্ধান্ত হয়, নির্বাচিত প্রস্তুতি কমিটি জেলা জুড়ে সংগঠনকে প্রসারিত করবে। জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ড. বিমল কৃষ্ণ দাস, অধ্যাপক চঞ্চল সামন্ত এবং জগন্নাথ খান। ড. সন্তোষ ঘোড়ুই, ড. হরিহর ভৌমিক, শান্ত দত্ত, ডা. বিবেকবিকাশ মন্ডল, দাশরথি নন্দ, বিজয় পাল ও অনিতা দত্তকে নিয়ে সভাপতিমন্ডলী এবং কোষাধ্যক্ষ ও অফিস সম্পাদক হন যথাক্রমে সুরেশ পারিয়া ও সুব্রত কুন্ডু। কনভেনশনে প্রতিবেদন পেশ করেন ড. বিমল কৃষ্ণ দাস। প্রতিনিধিগণ জেলায় শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেন।

কনভেনশনে রাজ্য কমিটির তরফে বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অঞ্জন বেরা ও কোষাধ্যক্ষ কুণাল বাগচি। তাঁরা বলেন, শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে সমগ্র রাজ্যে সংহত করতে গেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এ আই পি এস ও-কে শক্তিশালী করতে হবে। সব অংশের মানুষের কাছে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। নতুন নতুন অংশের মানুষকে বিশেষত তরুণ সম্প্রদায়কে টেনে আনতে হবে সংগঠনের কাজের মধ্যে।

AIPSO-র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন ও জেলাজুড়ে অন্যান্য কর্মসূচী পালন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৯শে নভেম্বর আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবসে বারুইপুরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বিশ্বনাথ রাহা। বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হরিলাল নাথ, সংগঠনের জেলা সম্পাদকত্রয় অরিন্দম মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে গান, কবিতা পরিবেশিত হয়।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার AIPSO সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৬শে নভেম্বর সোনারপুরের কামরাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে। স্বপন রায় ও নীলা দত্তকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। পবিত্র বর্মন সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপরে ৭ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনে AIPSO'র রাজ্য কমিটির পক্ষে কুণাল বাগচী, সংগঠনের জেলা সম্পাদক (কো অর্ডিনেটর) অরিন্দম মুখার্জী, জেলার অন্যতম সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও সংগঠনের সদস্য তড়িৎ চক্রবর্তী (সাহেব), পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি ও সংগঠনের সদস্য হরপ্রসাদ সমাদ্দার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণ দুটি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

ডায়মণ্ডহারবারে গত ৫ই নভেম্বর ২০২৩ প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে মিছিল ও পথসভা হয়।

মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক প্রদীপ মণ্ডল, গৌতম শর্মা সরকার প্রমুখ।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ঐতিহাসিক কোমাগাতামারু দিবসে সকালে বজবজ প্যারেস্টার মোড় থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে পদযাত্রা হয়। শহিদ স্মারকস্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর প্রকাশিত হল পুস্তিকা, 'কোমাগাতামারুর বীরগাথা - স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ'। প্রকাশ করলেন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দুই সম্পাদক অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট গুণীজনবৃন্দ। পরে কোমাগাতামারুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (AIPSO)-র সোনারপুর উত্তর বিধানসভা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৮ আগষ্ট, ২০২৩ শচীন্দ্র পল্লীর মোড় গড়িয়া স্টেশন-গঙ্গাজোয়ারা রোডে। পরিবেশিত হয় বক্তব্য, গান, কবিতা।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন 'ন্যাটো' জোটের অবলুপ্তির, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রচেষ্টা বন্ধের, প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলি হামলা বন্ধের দাবি সহ সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পরিবেশ, জলবায়ু ও খাদ্য নিরাপত্তার বিপন্নতার কথা তুলে ধরা হয়। একইভাবে ২৯ আগষ্ট সোনারপুর দক্ষিণ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সোনারপুর বৈকুণ্ঠপুর মোড়ে প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৬ আগষ্ট, ২০২৩ বারুইপুর রক্ষাকালীতলায় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা বারুইপুর আঞ্চলিক কমিটি-র ডাকে যুদ্ধ বিরোধী প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ন্যাটো বাতিলের দাবিতে ও প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতার দাবিতে বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

AIPSO-র মহেশতলা-বজবজ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বেলেঘাটায় গান্ধীজীর আগমন ও সম্প্রীতির সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৩ আগষ্ট, ২০২৩। প্রধান বক্তা ছিলেন সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হরিলাল নাথ।

AIPSO-র জয়নগর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় দক্ষিণ বারাসাত মোড়ে গত ২৫শে বৈশাখ।

কবির বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ তথা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বিরোধী অবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

গত ১লা নভেম্বর, ২০২৩ মন্দিরবাজারের বিজয়গঞ্জ বাজারে প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে এ আই পি এস ও এবং সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কমিটি-র অন্যতম আহ্বায়ক অনুপ নস্কর ও জেলাকমিটির সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শিশির হালদার প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন সন্ধ্যা হালদার।

চে-তনয়া এলাইদার গণসম্বর্ধনা সফল করার আহ্বানে প্রচার সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় গত ১৮ই জানুয়ারি, ২০২৩, সোনারপুর মোড়ে। আয়োজক : AIPSO দঃ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদকত্রয় অরিন্দম মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা সোমা চন্দ প্রমুখ। পরিবেশিত হয় গান, কবিতা, নাটক।

গত ৪-৫ মার্চ ২০২৩ তারিখে চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত

সাফল্যমন্ডিত এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ৪-৫ মার্চ ২০২৩ চণ্ডীগড় শহরে। চন্ডীগড় শহরের ৩৭ নম্বর সেক্টরে ল ভবনে সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ মার্চ সকালে জাতীয় পতাকা এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। মোট ২২৯ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। প্রসঙ্গত এ আই পি এস ও'র বিগত সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে।

সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হরবংশ সিং সিধু। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন আর এস চিমা। এছাড়া ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের তরফে হেরাক্লেস সাভদারিদিস, ভিয়েতনাম পিস কমিটির তরফে ত্রাণ দাই লই, নেপাল পিস ও সলিডারিটি কাউন্সিলের তরফে রবীন্দ্র অধিকারী, বাংলাদেশ পিস কাউন্সিলের তরফে মুজাফফর হোসেন পল্টু এবং শ্রীলঙ্কা পিস অ্যান্ড সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের তরফে বৌভিকা সম্মেলনকে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। কিউবার তরফে সম্মেলনকে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভিক্টর ফিদেল লোপেজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশ্ব শান্তি পরিষদের বিগত ২২তম সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। বিদেশী অতিথিদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের তরফে পুস্তিকাটি উপহার হিসেবে তুলে দেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব।

২১টি রাজ্যের মোট ৩৩ জন প্রতিনিধি খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলোচনায় অংশ নেন অশোক গুহ, ডা. তমোনাশ ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য হাজরা।

এই সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত এবং আর অরুণ কুমার। তাঁরা বলেন, শান্তি আন্দোলনকে সর্বত্র প্রসারিত করতে হবে। নিয়মিত সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। একইসঙ্গে সংগঠনে মহিলা এবং যুবসমাজেরও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

এ আই পি এস ও-র নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় কমিটি

সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন হরচাঁদ সিং ভাট এবং আর অরুণ কুমার। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতিমণ্ডলীতে রয়েছেন নীলোৎপল বসু, পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখ। উপ সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সংগঠনের সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন রবীন দেব, কুণাল বাগচী এবং প্রবীর ব্যানার্জী। সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিনায়ক ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ আই পি এস ও কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন উৎপল দত্ত, মৌসুমী রায়, অশোক গুহ, তমোনাশ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এআইপিএসও কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন অরিন্দম মুখার্জী, বরুণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী। উপদেষ্টামণ্ডলীতে বাংলা থেকে রয়েছেন জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি, রাজীব ব্যানার্জি এবং ড. শ্রীকুমার মুখার্জি।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চন্ডীগড় জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন—রবীন দেব, ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, মৌসুমী রায়, উৎপল দত্ত, অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জী, প্রবীর দেব, সুফল পাল, দীপঙ্কর মজুমদার, কুণাল বাগচী, অশোক গুহ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, তমোনাশ ভট্টাচার্য, তাপস সিনহা, অনিন্দ্য হাজরা, সুব্রত ব্যানার্জী, মহঃ নৌশাদ, ধ্রুবশেখর মন্ডল, মৃণাল দাস, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ তরফদার, অরিন্দম মুখার্জী, বরুণ চক্রবর্তী।

কলকাতায় মিছিল ও ধিক্কার সভা

সামরিক জোট 'ন্যাটো' তুলে দাও এখনই

'সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা' (এ আই পি এস ও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ১৪ জুলাই ২০২৩ কলকাতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক জোট 'ন্যাটো' (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) অবিলম্বে বিলুপ্ত করার দাবিতে এবং প্যালেস্তাইনের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল সরকারের নির্বিচারে হামলা ও বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল ও ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে থেকে মিছিল করে মার্কিন প্রচার দপ্তর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেও পুলিশ পার্ক স্ট্রিটের মুখে মিছিল আটকে দেয়। এ আই পি এস ও-র সদস্য ও জমায়েতকারীরা ওখানেই প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে। সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক অশোক নাথ বসু, এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৌমেন্দ্র নাথ বেরা (অঞ্জন) , এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি অধ্যাপক সুস্নাত দাশ, অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য এবং এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিলের অন্যতম সহ সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব। প্রতিবাদ সভা থেকে অধ্যাপক অশোক নাথ বসু, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্যকে নিয়ে তিনজনের একটি প্রতিনিধিদল মার্কিন প্রচার দপ্তরে গিয়ে দাবিপত্র পেশ করে আসেন। প্রতিবাদ সভার কাজ পরিচালনা করেন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ন্যাটো বিরোধী মিছিলের একাংশ

মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন এ আই পি এস ও-র নেতৃত্বের মধ্যে পরিমল দেবনাথ, কুণাল বাগচী, শ্রাবণী সেনগুপ্ত, উৎপল দত্ত, সমর চক্রবর্তী, তরুণ পাত্র, অরিন্দম মুখার্জী, মহঃ নৌসাদ, মৃণাল দাস, আব্দুর রউফ, নীলকমল সাহা, বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী, মনীশ দেব প্রমুখ। এছাড়া রাজ্য যুব নেতা বিকাশ ঝা, এ বি পি টি এ-র সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডল-সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

<u>১৮ জুলাই '২৩</u>

রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস পালিত

এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৮ জুলাই রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। কলকাতায় মেয়ো রোড ও জওহরলাল নেহরু রোডের সংযোগস্থলে নেলসন ম্যান্ডেলা উদ্যানে ম্যান্ডেলার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রবীন দেব, অঞ্জন বেরা, সমর চক্রবর্তী, কুণাল বাগচী, পরিমল দেবনাথ, উৎপল দত্ত, সুস্নাত দাস, অশোক গুহ, এবিপিটিএ নেতা পার্থ প্রতিম দত্ত ও অর্জুন রায় প্রমুখ।

অবিলম্বে নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত উদ্যানের সংস্কারের দাবি এই অনুষ্ঠান থেকেই জোরালোভাবে উঠে এল।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইপিএসও'র সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব বলেন, জেল থেকে মুক্তির পরেই ঐতিহাসিক কলকাতা সফরে এসেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। ১৯৯০ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে কয়েক লক্ষ মানুষ বরণ করে নিয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলাকে। সেই গণসংবর্ধনার আগে জওহরলাল নেহেরু রোড এবং মেয়ো রোডের সংযোগস্থলে ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত একটি উদ্যানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, উদ্যানের বর্তমান অবস্থা আমাদের কষ্ট দেয়। উদ্যানের স্বাস্থ্য ফেরাতে রাজ্য সরকার, কলকাতা কর্পোরেশন, পি ডব্লিউ ডি প্রভৃতি বিভাগকে চিঠি দেওয়া হবে। প্রশাসন নিজের দায়িত্ব পালন না করলে এআইপিএসও'র উদ্যোগে পার্কের সামনে ম্যান্ডেলার মূর্তি স্থাপন করা হবে। এ আই পি এস ও-র অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা এদিন বলেন, রাষ্ট্রসংঘ ১৮ জুলাইকে আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস হিসেবে পালন করছে। এটা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ম্যান্ডেলা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন। তাঁর নামে উৎসর্গ করা উদ্যানের যথাযথ যত্ন প্রশাসনকে নিতে হবে।

ম্যান্ডেলার জন্মদিবসে হুগলির কোন্নগরেও ম্যান্ডেলার

নামাঙ্কিত পার্কের স্মৃতিফলক পুনর্বহাল ও মর্মর মূর্তি বসানোর দাবি সহ পার্ক সংস্কারের দাবিতে কোন্নগর পৌরসভায় ডেপুটেশন জমা দেয় এ আই পি এস ও হুগলি জেলা কমিটি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এ আই পি এস ও হুগলী জেলা সম্পাদক কোঅর্ডিনেটর ও উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি। প্রসঙ্গত, কোন্নগর পৌর এলাকার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে গোপাল বসু সরণিতে একটি শিশু উদ্যান রয়েছে। ওই উদ্যানটি উদ্বোধনের সময় নেলসন ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত ফলক লাগানো হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। সেই ফলক আবার লাগিয়ে দেওয়া ছাড়াও নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন বিবরণী ও মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবিও এদিন জানানো হয়।

নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিবসে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় সোদপুর ম্যান্ডেলা পার্কে। শ্রদ্ধা জানান জেলা কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক শুভব্রত চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য মৃন্ময় কুন্ডু, সংগঠনের পানিহাটি শাখার আহ্বায়ক সুমিত সান্যাল, অয়ন রায় চৌধুরী, গৌতম মিত্র, কিশোর বিশ্বাস, পূরবী সরকার, শিল্পী চক্রবর্তী, সুনীল রায় প্রমুখ। ম্যান্ডেলা পার্কে নেলসন ম্যান্ডেলার মূর্তি বসানোর দাবি জানানো হয়।

২৬ জুলাই মনকাডা দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব শান্তির অতন্দ্র প্রহরী হলেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা যুদ্ধ কিংবা সংঘাত চান না। ন্যাটোর বিপদ এবং তাঁর নেপথ্যে কে রয়েছে সেটি এদেশের মানুষের অভিজ্ঞতায় নেই। এই বোঝাপড়া স্পষ্ট করতেই এদেশে শান্তি আন্দোলন অত্যন্ত জরুরি। মঙ্গলবার মনকাডা দিবস বা কিউবা সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। আলোচনা সভার মূল বিষয় ছিল সামরিক জোট ন্যাটোর সম্প্রসারণ এবং বিশ্ব শান্তির বিপদ। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্ব শ্রীদীপ ভট্টাচার্য।

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন দেশে দেশে শোষণমুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। গোটা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাজকে সম্প্রসারিত করার কাজ করছে সাম্রাজ্যবাদ। ন্যাটোকে সেই কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ন্যাটোর কার্যধারা নিরঙ্কুশ করতেই বিভিন্ন দেশকে নিয়ে নানা গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকেও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী সরকারকেও যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। ভারত ইতিমধ্যেই 'কোয়াড' নামে এমনই একটি গোষ্ঠীর অংশ হয়ে উঠলেও, ভারত সরকার পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। সেই আত্মসমর্পণ ঠেকাতে পারে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনমত।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন কালান্তর পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না যতদিন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য বজায় রাখবে। আসলে ন্যাটোকে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজের দখলদারি বজায় রাখতে চায়। আশার কথা দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, মিছিল করছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এআই পিএসও-র সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব। তিনি বলেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে মনকাডা দিবসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ। বর্তমান সময়ে শান্তি আন্দোলনের সামনে সবথেকে বড় অন্তরায় ন্যাটো। ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গঠিত হয়েছিল সামরিক জোট বা ন্যাটো। পশ্চিমী বিশ্বের ১১টি দেশকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে ন্যাটো তৈরি হয়। এই জোটের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমান সময়ে না থাকলেও ন্যাটোর সম্প্রসারণ সমানে চলছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার সংঘাতও ন্যাটোর কারণেই সমাধান করা যাচ্ছে না। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও আঞ্চলিক সংঘাতে উস্কানি দিয়ে চলেছে ন্যাটো। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শান্তিকামী মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

এদিনের সভায় এআইপিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা শুরুতে সভার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের মূল হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ন্যাটো। মনকাডা দিবস গোটা বিশ্বের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা।

এআইপিএসও-পশ্চিমবঙ্গ

৪র্থ রাজ্য সম্মেলন ● ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪

সুবর্ণ বণিক সমাজ হল, প্যালেস্তাইন সংহতি নগর

তরুণ মজুমদার - ওয়াসিম কাপুর - গীতেশ শর্মা মঞ্চ

২৪ আগস্ট '২৩

প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা ইয়াসের আরাফতের ৯৫ তম জন্মদিবস উদযাপন

২৪ আগস্ট ২০২৩ প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস পালন করল এই রাজ্যের শান্তিকামী সংগঠনগুলি। এদিন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও) প্যালেস্তাইনের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ইয়াসের আরাফতের ৯৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করল।

এদিন তাঁর স্মরণে এআইপিএসও'র তরফে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। 'মহান নেতা ইয়াসের আরাফত ও প্যালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রাম' শীর্ষক এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক তানভির আরশেদ। সভাপতিত্ব করেন এআই পিএসও'র সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন এআইপিএসও'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। উপস্থিত ছিলেন অপর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিনায়ক ভট্টাচার্য, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সমর চক্রবর্তী, তরুণ পাত্র, অরিন্দম মুখার্জি প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুণাল বাগচী। নেতৃবৃন্দ বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে ইজরায়েল প্যালেস্তাইনের উপর কীভাবে হামলা ও আক্রমণ চালিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, তা বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষকে জানতে হবে। রাষ্ট্রসংঙেঘর নীতি মেনে প্যালেস্তাইন সংকটের নিষ্পত্তির স্বার্থে ইয়াসের আরাফত আন্তরিক উদ্যোগ নিলেও ইজরায়েল এবং তার প্রধান মদতদাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কারণেই সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। প্যালেস্তাইনবাসীর ন্যায্য দাবিই শুধু নয়, রাষ্ট্রসংঘের প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তাবেই ইজরায়েল উপেক্ষা করছে। তাকে মদত দিয়ে চলেছে ওয়াশিংটন। ইজরায়েলের চরম দক্ষিণপন্থী সরকার প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের দাবিই কার্যত মানতে নারাজ।

ইয়াসের আরাফতের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত অধ্যাপক তনভির আরশেদ। মঞ্চে নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের চিরাচরিত প্যালেস্তাইন নীতি থেকে কার্যত সরে এসেছে। ভারত এখন ইজরায়েলী অস্ত্রের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বিগত কয়েক মাসে প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলী দখলদার বাহিনী। বিশ্ব শান্তি পরিষদ এবং বিশ্বের সমস্ত প্রান্তের বিবেকবান মানুষ প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে প্যালেস্তাইনের সপক্ষে দুনিয়ার সব স্বাধীন মুক্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এআইপিএসও।

৭৫তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন

১০ ডিসেম্বর ২০২৩ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এআইপিএসও) পক্ষ থেকে শিয়ালদহ এলাকার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে এই আলোচনা সভায় সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী তথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংসদ আরমা দত্ত, সারাভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা প্রমুখ।

অশোক গাঙ্গুলি তার ভাষণ শুরু করেন "এমন গণতন্ত্র বিরোধী, মানবাধিকার ধ্বংসকারী সরকার আগে দেখিনি" এই কথা বলে। তিনি বলেন এ রাজ্যে তৃণমূল শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানবাধিকার বিষয়টি প্রায় উবেই গিয়েছে। এই শাসকদল মানুষের অধিকার প্রতিনিয়ত কাড়ছে। এমন গণতন্ত্র বিরোধী, মানবাধিকার

মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রবীন দেব, আরমা দত্ত সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলী।

ধ্বংসকারী, দুর্নীতিপরায়ণ সরকার এর আগে দেখা যায়নি। রবিবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলেচানাসভায় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি একথা বলেছেন।

লড়াই সংগ্রামই একমাত্র পথ যা বর্তমানের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বদল করতে পারে—এই মন্তব্য করে এদিন অশোক গাঙ্গুলি বলেন, প্রতিবাদ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সংবিধানে লেখা অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, একদিকে যখন বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে সনদ রচনা হচ্ছে, ঠিক ওইসময়ে আমাদের দেশে সংবিধানও রচিত হচ্ছে। তাই মানবাধিকারের সনদ রচনা ও আমাদের দেশের সংবিধান একের সঙ্গে এক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলি মানবাধিকার সনদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ থেকেও গৃহীত হয়েছে। তাই মানবাধিকার দিবসে ওই সনদের সঙ্গে এদেশের নাগরিক অধিকার গণতন্ত্রের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা জরুরি।

অশোক গাঙ্গুলি বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য অর্থনৈতিক সাম্য। কিন্তু এদেশে বা রাজ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য ক্রমশ বাড়ছে। এটা বাড়তে থাকলে কোনও অধিকারই সুরক্ষিত থাকে না। দেশের সম্পদ মানুষের স্বার্থে সুষম বন্টন না হলে সমাজে এক নিদারুণ বৈষম্য তৈরি হয়। সেই বৈষ্যমের দৃষ্টান্তই দেখা যাচ্ছে দেশজুড়ে। এই বৈষম্য দেশের নির্বাচিত সরকারের জন্যই হয়েছে, যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার চায় না, চায় না মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকুক। এ প্রসঙ্গে অশোক গাঙ্গুলি হকের চাকরির দাবিতে আন্দোলনরত হবু শিক্ষকদের কথাও উল্লেখ করেন। কেন্দ্রের মোদী সরকারের স্বৈরাচার স্বেচ্ছাচারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক অসাম্যের সঙ্গে ধর্মীয় বিভাজনকে যুক্ত করে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এর বিরুদ্ধে মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ বিশেষভাবে দরকার।

আলোচনায় আরমা দত্ত বলেন, মানবাধিকার বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর শেষ নেই। মানবাধিকারের চালিকা শক্তি নাগরিক। তাই নাগরিক সমাজকেই মানবাধিকার রক্ষার জন্য এককাট্টা হয়ে লড়তে হবে। তিনি বাংলাদেশের নৃশংস গণহত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে নারকীয় কায়দায় হামলা আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল বিশ্বের ইতিহাসে সেই বীভৎসতা চিরকাল লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের মুক্তকামী মানুষের পাশে থেকে এই দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও প্রশংসা করেছেন আরমা দত্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার ধ্বংসের উদাহরণ উল্লেখ করেন তিনি। প্রসঙ্গ তোলেন প্যালেস্তাইনের ওপর ইজরায়েলী হামলা আক্রমণের। অন্যদিকে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়েও তিনি মায়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন এদিন।

এদিন অঞ্জন বেরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে বলেন, বিশ্ব মানবিকতার প্রশ্নে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণসভায় মানবাধিকার সনদ রচিত হয়। পৃথিবীর ৫০০ টি ভাষায় সেই সনদের অনুবাদ হয়েছে। বর্তমানে দিকে দিকে যখন মানবাধিকার আক্রান্ত তখন স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব আরও বাড়ছে।

এদিনের সভা পরিচালনা করেন সংস্থার সর্বভারতীয় নেতৃত্ব রবীন দেব। এদিন মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য জুড়েই নানা কর্মসূচী পালিত হয়।

সভার শুরুতে মাননীয় অশোক গাঙ্গুলি ও আরমা দত্তকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত করা হয়। সম্বর্ধনা দেন যথাক্রমে সমর চক্রবর্তী, পরিমল দেবনাথ, উৎপল দত্ত, মৃণাল দাস, ইরশাদ গহর, আব্দুল রউফ, প্রশান্ত চ্যাটার্জী প্রমুখ। আবৃত্তি করেন রীণা দেব, সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাজী কামাল নাসের ও শ্রুতি নারায়ণ, কবিতা পাঠ করেন অরিন্দম মুখার্জী। সম্বর্ধনা সভা পরিচালনা করেন কুণাল বাগচী।

১১ই সেপ্টেম্বর

আলেন্দে হত্যার ৫০ তম স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন

দেশ রক্ষায় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে 'আলেন্দে হত্যার ৫০ বছর এবং লাতিন আমেরিকার বিকল্পের অভিযান' শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বিমান বসু ছাড়াও এই আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন গৌতম ঘোষ। প্রারম্ভিক বক্তব্য বেশ করেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন এআইপিএসও-র সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব।

দেশ রক্ষায় সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও শোষণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরও অনেক বেশি মানুষকে শামিল করতে হবে। চিলির সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অগ্রণী ও শহীদ রাষ্ট্রপতি কমরেড সালভাদোর আলেন্দের জীবন থেকে সেই শিক্ষাই নিতে হবে আমাদের। সোমবার সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এআইপিএসও)'র উদ্যোগে এক আলোচনাসভায় বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এই বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, চিলির সাধারণ মানুষের লড়াইকে সামনে রেখে আমরা আমাদের অবস্থানে থেকে আমাদের লড়াইকে আরও প্রসারিত করব—বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ ও রাজ্যকে বাঁচাতে এই শপথ নিতে হবে আমাদের।

সালভাদোর আলেন্দেকে স্মরণ করে বিমান বসু বলেন, শুধু চিলি বা লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে নয়, সারা বিশ্বে কৌশলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা, পুঁজিপতিরা। তাদের লক্ষ্য আগ্রাসন, লুটপাট আর শোষণ। চিলিতে

ভাষণরত বিমান বসু

এইরকম এক পরিস্থিতিতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সোশালিস্ট সালভাদোর আলেন্দে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে হাত মিলিযে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এক সমাজতান্ত্রিক অভিমুখী কাঠামো তৈরি করতে পেরেছিলেন তাঁর দেশ চিলিতে। সেই রোষে হত্যা করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তাঁর সেই লড়াই বৃথা যায়নি। এইভাবেই মুক্তিকামী মানুষের লড়াই সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নবীন প্রজন্মের সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে বিশ্বব্যাপী পুঁজিপতিদের শোষণ ও আগ্রাসনের বিপদের দিকগুলি।

আলোচনা সভায় রবীন দেব বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-যারাই সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব মেনে না নিয়ে বিরোধিতা করছে, তাদেরই মাথা নুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বজুড়ে বামপন্থীদের ওপরে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ওপরেই বারবার আঘাত এসেছে, উৎখাত করার চেষ্টা হয়েছে। সালভাদোর আলেন্দেকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি লড়াই আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক হিসাবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অঞ্জন বেরা বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াইকে স্মরণ করলে দেখা যায় সেই লড়াই সংগ্রাম হল সম্ভাবনার লড়াই, সাহসের লড়াই। বারবার আক্রমণ এসেছে আর বারবার সেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়েছেন বামপন্থীরা এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মানুষজন। সালভাদোর আলেন্দের জীবন ও কাজ সে কথাই প্রমাণ করে।

আলোচক গৌতম ঘোষ বলেন, যে বা যাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনকে রুখে দিয়ে এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াতে চান, লড়াইয়ে শামিল হন-তাঁদেরেই দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয় নানা চক্রান্ত করে। এটা একটা কৌশল। চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দে দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য কাজ, সবার জন্য বাসস্থান এবং সবার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করার সংকল্প নিয়েছিলেন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। দেশের সম্পদ সম্পূর্ণভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে হেঁটেছিলেন। কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ—সবাইকে নিয়ে এগোচ্ছিলেন। পাবলো নেরুদার সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে থাবা বসালো সাম্রাজ্যবাদীরা। তাদের লক্ষ্য ছিল সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। একই অবস্থা আমাদের দেশেও। তাই আজ আমাদেরও সতর্ক ও সজাগ থাকার দিন এসেছে।

<u>২৯ নভেম্বর '২৩</u>

কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্যালেস্তাইন সংহতিতে রাজাবাজারে জনসভা

২৯ নভেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস। কলকাতার রাজাবাজারে এআইপিএসও-র ডাকে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবসের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্যালেস্তাইনের জমি দখলে নেওয়ার জন্য ইজরায়েলী আগ্রাসনের চরিত্র ব্যাখ্যা করেন বক্তারা। মঞ্চের পাশে রাখা একটি বোর্ড। সেখানে ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠত করতে সাধারণ মানুষের সই সংগ্রহ করা হয়।

এই সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, "ভগৎ সিংকে এখনও সন্ত্রাসবাদী বলে বিজেপি। সেই বিজেপি'র কেন্দ্রীয় সরকার প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা প্যালেস্তাইনের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন।"

মঞ্চে দাঁড়িয়ে শান্তি আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা রবীন দেব তখন বলেন, "গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলী বর্বরতা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা বিশ্বের চেতনাকে। প্রতিটি মহাদেশে এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতিতে আজ মিছিল হয়নি, বিক্ষোভ হয়নি। সমষ্টিগত আন্দোলনের এই হলো গুরুত্ব। রাজাবাজারের এই সভা সেই অর্থে একাত্ম হতে পেরেছে সারা পৃথিবীর সঙ্গে।

সভা চলাকালীন সমাবেশে ঢোকে এসএফআই কলকাতা জেলা কমিটির মিছিল।

বুধবার ছিল প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস। সংহতি দিবস উপলক্ষে রাজাবাজার মোড়ে সভা করে এআইপিএসও বা সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা। গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরোধিতা উঠে আসে এই সভা থেকে।

সভায় বক্তব্য রাখেন এআইপিএসও'র অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে প্রতিটি দিন প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস। এটা কেবল একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের সমস্যা নয়। প্যালেস্তাইনে নির্যাতন বন্ধ করতে হবে বিশ্ব শান্তির স্বার্থে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে। একটা অংশ এটাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে, ভাগ করার রাজনীতি করছে।

তার বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। তাই প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনের সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার লড়াইও।

সভায় বক্তব্য রাখেন ফুয়াদ হালিম, সুমিত ভট্টাচার্য, রূপক মুখার্জি, রুহুল আমিন গাজী, প্রবীর দেব, আরশাদ আলি, বিনায়ক ভট্টাচার্য, আতিফ নিসার, রুবিনা মুস্তাফা, তমোনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। বক্তব্যে উঠে আসে, এদিন গোটা বিশ্বের পাশাপাশি সারা দেশে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। রাজ্যের আরামবাগে বিশাল সংহতি মিছিল হয়েছে। এছাড়া নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, শিলিগুড়ির মতো জায়গাতেও এই দিবস পালিত হয়েছে।

সংহতি সভায় প্রস্তাব বাংলায় পাঠ করেন রাজীব ব্যানার্জী এবং উর্দুতে পাঠ করেন ইবাদাত হোসেন রিজওয়ান। কবিতা আবৃত্তি করেন স্বপন দাস, শ্রীকান্ত মুখার্জি, শান্তি বসু প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সমর চক্রবর্তী।

রামমোহন লাইব্রেরী হলে প্যালেস্তাইন সংহতি সভা

গত ১০ মার্চ ২০২৩ কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল প্যালেস্তাইনবাসীর সংগ্রাম, আমাদের সংহতি। সভায় বক্তব্য রাখেন শমীক লাহিড়ী, ভানুদেব দত্ত ও অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাজী কামাল নাসের। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীণা দেব।

হো চি মিনের ১৩৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে নাগরিক সভা

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা হো চি মিনের ১৩৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৯মে ২০২৩ কলকাতার আই টি সি পার্কে হো চি মিন মূর্তির পাদদেশে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি একটি নাগরিক সভার আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিল— 'ভিয়েতনাম-আমেরিকা শান্তি চুক্তির ৫০ বছর : আজকের তাৎপর্য'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রবীন দেব, অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী, সমর চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমল ঘোষ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত ও সদানন্দ ভট্টাচার্য। প্রস্তাব পেশ করেন অঞ্জন বেরা।

হো চি মিনের সভায় বক্তব্যরত রবীন দেব।
মঞ্চে অধ্যাপক ইমন কল্যান লাহিড়ী ও অন্যান্য।

ইউক্রেনে সংঘর্ষ বন্ধ করে শান্তির দাবিতে মিছিল

ইউক্রেনে সংঘর্ষ বন্ধ করে শান্তির দাবিতে গত ৪ মার্চ ২০২২ শুক্রবার কলকাতায় মিছিল করল সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা-র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। মিছিল থেকে ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এআইপিএসও নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অবিলম্বে তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক ভারত সরকার।

ইউক্রেনে রাশিয়া সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে, অনেকের জীবনহানি ঘটেছে। ইউক্রেনে পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরাও বিপন্ন, কয়েকজনের প্রাণহানিও ঘটেছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বিরোধী ও শান্তির পক্ষে সোচ্চার অবস্থান নেওয়ার দাবিতে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এদিন কলকাতায় হো চি মিন মূর্তির সামনে থেকে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। 'ইউক্রেনে সংঘর্ষ বন্ধ হোক, চাই শান্তি, যুদ্ধবাজ ন্যাটোর আগ্রাসী সম্প্রসারণ বন্ধ করো, নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হোক ভারতীয়দের' এই দাবি তুলে তাঁদের মিছিল ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা মহম্মদ সেলিম, রবীন দেব, এআইপিএসও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা ও বিনায়ক ভট্টাচার্য, সংস্থার নেতা প্রবীর দেব, রাজীব ব্যানার্জী, অভিনেতা দেবদূত ঘোষ, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, নন্দিনী মুখার্জি প্রমুখ মিছিলে অংশ নেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তি মিছিলের সংবাদ পেয়ে তাতে যোগ দিয়েছেন। ফেস্টুন এবং পোস্টার হাতে তাঁরা কলকাতার রাস্তায় ইউক্রেনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং শান্তির জন্য সব পক্ষের উদ্যোগ দাবি করেছেন। মিটিং শেষে সংক্ষিপ্ত সভায় অঞ্জন বেরা, বিনায়ক ভট্টাচার্য, দেবদূত ঘোষ ও রাজীব ব্যানার্জি ভাষণ দিয়েছেন।

অঞ্জন বেরা ও বিনায়ক ভট্টাচার্য বলেছেন, ইউক্রেনে শান্তির দাবিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মিছিল ও কর্মসূচি হচ্ছে, আগামী দিনে এরাজ্যের জেলাগুলিতেও হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য আলোচনার পথেই সব পক্ষের এগিয়ে আসা উচিৎ। ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের মধ্যে এরাজ্যেরও অনেকে রয়েছেন। তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিনের সভা থেকে ন্যাটোর সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করা হয়।

এ আই পি এস ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে দীপঙ্কর মজুমদার, ৫৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও জেনিথ, ১/১এ গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত। বিনিময়-১০টাকা